International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-X, November 2016, Page No. 27-34
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

বাউল দর্শন : ক-র্ম ও অনুভ-ব

সুজিত কুমার মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বোলপুর কলেজ, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

In Indian Philosophical approach we can see the orthodox and heterodox schools of Philosophy, but never been seen Baul as a Philosophical system though it demands a great philosophical discussion. Most of the Indian Philosophers dealt a lot about conventional Philosophy and never discussed about any unconventional philosophy like Baul, Faquir etc. Bauls are a group of wandering mystic minstrels of Bengal. The main fragrance of Baul lies in their free spirited lifestyle. They do not believe in God, or any types of rules and regulations of the orthodox Philosophy or any types of religion. They uphold that the human body is the highest in manner. Bauls are wandering musicians; from the very beginning they are famous for their unconventional life-style and a different approach to religion. In this paper I want to highlight this unconvensional philosophy of Baul and their life-style which has followed by different approach of life.

ভারতবর্ষ অধ্যাত্ম ও ধর্মসাধনার পীঠস্থান। বিচিত্র সাধনতত্ত্ব ও সাধনজীবনে ভারতবর্ষ সমৃদ্ধ। সাধনজীব-নর দুটি দিক লক্ষ্য করা যায়। একটি দিক জীবন-ক পরিত্যাগ ক-র। অদ্বৈ-ত্বর সাধনপদ্ধতি-ক এই দি-ক -ফল-ত পারি, আর এখা-ন জন্ম -নয় মায়াবাদ, নির্বাণবাদ ইত্যাদি। এবং আর একটি দিক জীবন-ক -কন্দ্র ক-র। এখা-ন বাউল, বৈষ্ণব, সহজিয়া প্রভৃতি তত্ত্বের জন্ম হয়। জীবনের সহজ সরল রসের মধ্যে বাউল, বৈষ্ণব ইত্যাদি সাধনার জন্ম।

বাউল দর্শন প্রাচীন ভার-তর চার্বাক বা -লাকায়ত দর্শনজাত। জাত-পাত, ধনি-গরীব, নারী-পুরুষ নির্বি-শ-ষ মানুষ-ক ভালবাসার মন্ত্র বাউল দর্শন। সাম্যবাদী, মানব-প্রমী, সংসারবিবাগী বাংলার এক সাধক সম্প্রদায় বাউপ পদবা-চ্য ভূষিত। সাংখ্য--যাগ-তন্ত্র, -বৌদ্ধ সহজিয়া সুফি ও বৈষ্ণব সহজিয়ার সমন্ব-য় এই দর্শ-নর উদ্ভব। বাউল দর্শন বস্তু নির্ভর। এই দর্শন সকল প্রকার ভাবা-বগ ও কূপমন্ডুকতার ঊ-র্দ্ধ। এরা মানবতাবা-দ বিশ্বাসী। বাউল মত সম্পূর্ণ ভাবে লোকজীবন থেকে উৎসারিত। কুসংস্কার বা সম্প্রদায়গত বিভেদ বাউলকে স্পর্শ করে না। 'মানুষতত্ত্ব' হল বাউলদের সাধনতত্ত্বের প্রধান লক্ষ্য। ঈশ্বর, শাস্ত্র, পর-লাক, জন্মান্তর ইত্যাদি-ক বাউলরা অগ্রাহ্য ক-র। মানবতাবাদী এই দর্শনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মিক পরিচয় ঘটেছিল।

মধ্যযু-গর অন্যান্য সাধক সম্প্রদা-য়র মত বাউল সম্প্রদায়ও প্রত্যক্ষ সমাজ-সম্পর্কের বাইরে, অনেক ক্ষেত্রে তাঁ-দর নির্দিষ্ট -কান -পশাও -নই। অর্থাৎ সামাজিক ধ-নাৎপাদ-ন তাঁ-দর -কান অংশ -নই; -নই -কানরূপ সামাজিক দায়-দায়িত্ব বা বন্ধন। সমাজ-ক তাঁরা অস্বীকার ক-রন;.....সমা-জর দাবী তাঁরা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান ক-র-ছন। অবশ্য, এই প্রত্যাখ্যা-নর পশ্চা-ত গভীর দুঃখ-বাধ, সামাজিক -ভদ-বিচা-রর নির্মম উৎপীড়ন বর্তমান অথবা বর্তমান ছিল, তা বলাইবাহুল্য। ১

এখন 'বাউল' শব্দটির অর্থ নি-য় আ-লাচনা করা যাক - 'বাউল' শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে পন্ডিতেরা নানা রকমের মতামত ব্যক্ত করেছেন। সাধারণভাবে 'বাউল' শব্দের অর্থ উদাস ভাব। লোভ-লালসা, হিংসা-বি-দ্বষ, ধর্ম-বর্ণ বাউলরা এস-বর ঊ-র্ধ্ব। বাউলরা সর্বদা আত্মমগ্ন। বাই-রর জগ-তর -কান প্রভাব এ-দর উপর প-ড় না। এ-দর ভাবনা চিন্তা নি-জ-ক নি-য়ই। এরা হ-চ্ছ ভা-বর পাগল। -কউ -কউ ব-লন হিন্দি 'বাউর' শব্দ -থ-ক বাউল শব্দটির উৎপত্তি। বাউর শব্দের অর্থ পাগল। আবার অনেকে সংস্কৃত ব্যাকুল ও বাতুল শব্দ থেকে 'বাউল' শব্দের উদ্ভব ব-ল ম-ন ক-রন। বাতুল বা ব্যাকুল শ-ব্দর অর্থও পাগল। আবার -কউ -কউ দীন-দুঃখী, উলঝুল, একতারা বাজা-না -লা-ক-দর-ক উপহাস ক-র বাতুল বল-তা। এই বাতুল শব্দ -থ-ক 'বাউল' শ-ব্দর উদ্ভব। ডঃ ব-জন্দ্রলাল শীল ধাউল শব্দ থেকে বাউল শব্দের উৎপত্তি বলে মনে করেন। আরবি 'ধাউলিয়া' শব্দ -থ-ক 'ধাউল' শব্দটি উদ্ভুত।

মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কা-ব্য প্রথম 'বাউল' শ-ব্দর সন্ধান পাওয়া যায়।

'মুকুল মামার ঢু-ল ন্যাংটা -যন বাউল
রাক্ষ-স রাক্ষ-স বু-ল র-ণ।....'২

চৈতন্য চরিতামৃতে মাত্র চারটি পংক্তিতে পাঁচবার বাউল শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

বাউল-ক কহিও -লা-ক হইল আউল,
বাউ-ল-র কহিও হা-ট না বিকায় চাউল।।
বাউল কহিল কা-জ নাহিক আউল।
বাউল-ক কহিও ইহা কহিয়া-ছ বাউল।। ৩

বাউল একটা বি-শষ সম্প্রদা-য়র। একটি বি-শষ সম্প্রদায়-ক নি-র্দশ কর-তই বাউল শ-ব্দর ব্যবহার হয়। এদের উৎপত্তি আনুমানিক প্রায় এক হাজার বছর। এদেরকে একটা বিশেষ সম্প্রদায় ভুক্ত করা হয় কারণ এরা -কান ধর্ম-কই আদর্শ ব-ল ম-ন ক-র না। এরা আপন -ভা-র বি-ভার থা-ক। বাউলরা -দব--দবী, পূ-জা, আচার, মন্দির-মসজিদ-গীর্জা কিছুই মা-ন না। এরা এইসব কিছুর ঊ-র্ধ্ব। এ-দর কথা-বার্তা, -পাশাক-আশাক, আচার-আচরন সাধারণ মানু-ষর -থ-ক একটু আলাদা।

বাউল মত জানার জন্য লিখিত -কান পুঁথি, গ্রন্থ, দলিল পাওয়া যায় না।'-লাচন দা-সর 'বৃহৎ নিগম' গ্রন্থ ও পঞ্চানন দাসের কিছু পুঁথি এবং বৈষ্ণব-সহজিয়া-সাহিত্যের পুঁথির মধ্যে বাউল তত্ত্বের সন্ধান মেলে, তবে লোচন দা-সর 'বৃহৎ নিগম' গ্রন্থ-কই বাউলরা তা-দর প্রমান্য গ্রন্থ হিসা-ব ম-ন ক-র।' ৪

বাউল-দর আচরণগত তত্বীয় বক্তব্য গানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। বাউল একধর-নর -লৌকিক সাধনা। নানা মত ও পথের সংমিশ্রণে এই মরমি এবং মানবতাবাদী সাধন তত্ত্বটি গড়ে উঠেছে। সাধারণত বাউলরা রাগপন্থী। মিথুনাত্মক -যাগ সাধনই বাউল পদ্ধতি। বাউল-দর কা-ছ মানু-ষর -দহ হল বিশ্বব্রহ্মা-ন্ডর প্রতীক স্বরূপ। 'ম-নর মানুষ' বাউলদের কাছে প্রতিকী ব্যঞ্জনা। সারা জীবন ধরে তাঁরা 'ম-নর মানুষ' -খাঁজার -চষ্টা ক-রন। তাঁরা বিশ্বাস ক-রন 'ম-নর মানুষ' রূপী আরাধ্য -দবতা মানু-ষর -দ-হই অবস্থান ক-রন।

বাউলদের সাধনায় মুর্শিদ বা গুরুর ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ''বাউলরা বলেন : 'ভবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার সর্বসাধন সিদ্ধ হয় তার'। এদের কাছে গুরুর নির্দেশ দুই রূপে। এক হচ্ছে মানুষ রূপী গুরু এবং দুই স্রষ্ঠারূপী গুরু।তাদের তত্ত্ব হচ্ছে মানুষ গুরুর মাধ্যমে পরম গুরুর সন্ধান করা। তাঁরা বলেন ট্ট

গুরু রূপ ঝলক দিচ্ছে যার অন্তরে।
ও তার কি-সর আবার ভজন-সাধন -লাক-জনিত ক-র।।''৫

বাউল-দর সাধনায় সীমা-অসী-মর আম্পর্ক ঘু-র ফি-র আ-স। -প্রম সাধনার দ্বারা তারা অসীম-ক আহ্বান জানায়। এদের সাধনার মৌল বিষয় হচ্ছে সমাজের প্রতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরোধিতা করে তাঁরা সরাসরি স্রষ্ঠার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাঁদের মতে মানুষের সঙ্গে স্রষ্ঠার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মোটকথা তাঁরা সমাজের প্রতিষ্ঠানিক ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করেন। লালন শিষ্য দুদ্দু সাহ প্রতিষ্টানিক ধর্মগুলোর প্রতি অসরতার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন একটি গানের মাধ্যমে-

মুহম্মা-দর জন্ম যদি হ-তা এ -দ-শ।
-ব-হশ-তর -কান ভাষা হ-তা, বল-ত এ-স।।
হিব্রুতে ইঙ্গিত তাওরাত,
আ-বস্ত ভাষায় '-খাদার' মত,
সংস্কৃ-ত -বদা-ন্তর ব-য়ৎ
-লখা আ-ছ সবি-শষ।।
-কন কূপমন্ডুক হও -র ভাই
হি-সব ক-র -বাঝ সবাই
খোদার সত্তার কোথাও খোঁজ নাই,
অধীন দুদ্দু ভেবে বলে।।৬

দুদ্দু সাহের এমন প্রাগমর বক্তব্য গা-নর ম-ধ্য দি-য় ফু-ট উ-ঠ-ছ।

বাউল দু প্রকার, গৃহী ও বৈরাগী। বৈরাগী বল-ত অবশ্য সন্ন্যাসী -বাঝায় না, বাউ-লরা আন-ন্দর -জায়া-র গৃ-হর বাঁধন ভাসি-য় দি-ত চান। বাউ-লর ম-ধ্য উচ্চ-নীচ -ভদা-ভদ নাই। এ-দর সাধনা হল মানু-ষর সাধনা। বাউল সাধক-দর ম-ধ্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদা-য়র -লাক -দখা যায়। এ-দর সাধনা হল প্রকৃতি ও পুরু-ষর মিল-নর ম-ধ্য দি-য় নি-জর আন-ন্দর উপলব্ধির সাধনা। মুসলিম ফকির, হিন্দু বাউল এবং বষ্ণব রসিক এ-দর সকলেই একতত্ত্বে বিশ্বাসী, এদের সাধন পদ্ধতি ও আচার-ব্যবহারও এক রক-মর।

বাউলরা দেহের মধ্যে নিজের স্বাধীন সত্তার রূপকল্প নির্মান করে তার অন্বেষণ, স্বরূপ উপলব্ধি ও একাত্ম হওয়ার -চষ্টায় -য আনন্দ, তা-ক অবলম্বন ক-রই এগি-য় চ-ল বাউল সাধ-কর জীবনব্যাপী সাধনা। বলা যায়, বাউল দর্শনের দেহাত্ববাদী চেতনায় প্রকাশ পেয়েছে সামাজিক অনুশাসন থেকে মুক্তিকামী মানুষের মানবিক মূল্যবোধ, যা সমকালীন পরিস্থিতিতে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে ধর্মবোধের মধ্যে। মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ ধর্মপ্রত্যয় বিদ্যমান সমাজের অবহেলা বঞ্চনা অবমাননার বিরূদ্ধে তাঁদের সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়ে-ছ, বিকল্প জীবনচর্যা ও মূল্যবোধ গড়ে তোলার প্রেরণা যুগিয়েছে। সমাজপতিরা একদিকে বর্ণপ্রথা সামাজিক বঞ্চনাকে অব্যাহত রেখেছে, অন্যদি-ক বাউল সাধ-কর কা-ছ তাঁর নিজস্ব ধর্মপ্রত্যয় ধরা দি-য়-ছ Sigh of oppressed হিসা-ব।[৭]

বাউল গ-বষক উ-পন্দ্রনাথ ভট্টাচা-র্যর ম-ত, বাউল-দর -প্রম প্রকৃতি-পুরুষ-মিলনাত্মক, প্রাকৃত -দ-হাৎপন্ন আকর্ষণ হই-ত উদ্ভুত, -দ-হর উর্দ্ধগত এক আত্মবিস্মৃতিময় অনুভুতি। ইহা একান্ত মানবিক। -দ-হর বাহি-র বাউল-দর -কা-না সাধনা নাই। তাহারা অনুমান মা-ন না, তাহা-দর সমস্তই বর্তমান। এই স্থুল মানব--দহ-ক এত অমূল্য সম্পদ বলিয়া আর -কহ ম-ন ক-র নাই। -দহ-ক অবলম্বন করিয়াই এই -প্রম লাভ করি-ত হই-ব।কাম হই-তই এই -প্র-মর উদ্ভব। বহু বাউল গানে এই কথার উল্লেখ, আভাস ও ইঙ্গিত আছে। যেমন,

বলব কি -স -প্র-মর কথা,
কাম হইল -প্র-মর লতা,
কাম ছাড়া -প্রম যথা তথা
নাই -র আগমন ।।

পরমগুরু প্রেম-পিরিতি,
কাম-গুরু হয় নিজপতি,
কাম ছাড়া -প্রম পাই কি গতি,
তাই ভা-ব লালন।।[৮]

বাউলরা বলেন মানব দেহই সব তত্ত্ব ও সত্যের ভিত্তি। দেহই হল সকল জ্ঞান ও কর্মের উৎস, দেহেই কৈলাশ-বৃন্দাবন, দেহই মক্কা-মদিনা। মানবত্মার ম-ধ্যই পরমাত্মা, আ-লক সাঁই বা ম-নর মানু-ষর অধীষ্ঠান। বাউলরা বলেন নিজের মধ্যেই যেহেতু পরমসত্তার ঠাঁই, সুতরাং পরমসত্তা-ক জান-ত হ-ল প্রথ-মই নি-জ-ক জান-ত হ-ব। সসীম আমির ম-ধ্যই খুঁ-জ -প-ত হ-ব অসীম আমি বা অসীম সাঁই-ক। তাঁরা ব-লন -প্রম মিশ্রিত অপ-রাক্ষ অনুভূতি বা সত্তার মাধ্য-মই ঐশীজ্ঞান লাভ করা যায়। একান্তিক সাধনার মাধ্যমে বাউলরা পেরিয়ে যান জগতে এবং উপনীত হন এমন এক তন্ময়াবস্থায় -যকা-ন -যখা-ন তিনি পরমসত্তার স্বরূপ উপলব্ধি করেন। রুপ থেকে স্বরূপে উত্তরণের জন্য বাউলেরা 'আরোপ' সাধনা করেন, এবং পরিণামে লাভ করেন লোকাত্তীর্ণ স্থায়ী আনন্দ। বাউলরা এই অবস্থার নাম দি-য়-ছন 'জ্যান্ত-মরা'

সহজ মানু-ষর ধারা
ধারা ধর-ত হ-ব জ্যান্ত-মরা পাগল পারা,
তায় ধর-ত -গ-ল ম-র প-ড় নয়ন মু-দ রও।[৯]

অসীম ও সসী-মর মিল-নর চূড়ান্ত অবস্থা-ক বষ্ণ-বরা ব-ল কৃ-ষ্ণর কা-ছ শ্রীরাধার আত্মদর্শন। সুফিরা এই অবস্থার নাম -দন ফানাফিল্লাহ এবং চৈতন্যদর্শ-ন এই অবস্থার নাম ''মুই -সই মুই -সই''। এ-দর সক-লর জন্য আপাত পার্থকা হয়-তা আ-ছ কিন্তু সক-লরি মূল সুর এক।

বাউল সম্রাট লালন শাহ (১৭৭৪-১৮৯০) এর ম-ত, মানু-ষ এ-সন্স বা অন্তসার -দ-হর ম-ধ্যই বর্তমান। মানবত্মা ও পরমাত্মার -কান -ভদ তিনি স্বীকার ক-রননি। ঈশ্ব-রর সৃষ্টি হিসা-ব মানু-ষর -দ-হই খুঁ-জ পাওয়া যায় পরমস্রষ্টা ঈশ্বরকে। দেহ সাধনের মধ্যে দিয়ে খুঁজতে হয় বিশ্ববিধাতাকে। এই প্রসঙ্গে লালনের সেই বিখ্যাত গান

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি -কমন আ-স যায়
ধর-ত পার-ল মন--বড়ী দিতাম তাহার পায়।
আট কুঠুরী নয় দরজা আঁটা
ম-ধ্য ম-ধ্য ঝরকা কাটা
তাহার উপর আ-ছ সদর--কাঠা
আয়না মহল তায়।।
মন তুই রইলি খাঁচার আ-শ
খাঁচা -য -তা তৈরী কাঁচা বাঁ-শ
-কানদিন খাঁচা পড়-ব খ-স
লালন কয়, খাঁচা খু-ল
-স পাখি -কানখা-ন পালায়।[১০]

লালনের এই মতের সঙ্গে দার্শনিক প্লেটোর মিল পাওয়া যায়। প্লেটোর মতে জড় দেহ হল আত্মার পিঞ্জর, দেহ বিনাশের সাথে আত্মা দেহ মুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের গলাতেও ঐ একই সুর শোনা গিয়েছিল।-

সীমার মা-ঝ, অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর
আমার ম-ধ্য -তামার প্রকাশ

তাই এত মধুর।[১১]

সৃষ্টির মধ্যেই বর্তমান পরমস্রষ্টার সত্তা। সৃষ্টি বিনা স্রষ্টা শূন্য। অজ্ঞতার আবরন উন্মোচন করে মানুষ যখন জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করে তখন অসীম সত্তা ও সসীমসত্তার সব ভেদ বলীন হয়ে যায়, আর তখনই মানুষ পরমসত্তার অংশ হিসা-ব নি-জ-ক বুঝ-ত পা-র। লাল-নর একটি গা-নর ম-ধ্য -সই ভাবই প্রতিফলিত হ-য়-ছ।

এই মানু-ষ আ-ছ -র মন
যা-দর ব-ল মানুষ রতন
এই মানুষে রঙ্গে-র-স বিরজ ক-র সাঁই আমার।
-ক্ষপা তুই না -জ-ন -তার আপন খবর
যদি -কাথায়?
আপন ঘর না বু-ঝ বাহি-র খুঁ-জ
পড়বি ধাঁধায়।।[১২]

অন্যান্য বাউল-দর ম-তা লাল-নর কা-ছ মানুষই ছিল প্রধান। চন্ডীদা-সর -সই মহান বাণী ''সবার উপ-র মানুষ সত্য তাহার উপ-র নাই''- এই বাণী প্রতিফলিত হ-য়-ছ বহু গা-ন। এই রকমই একটি গান ট্

''এমন মানব আর কি হ-ব
মন যা ক-রা ত্বরায় ক-রা এই ভ-ব।
অনন্তরূপ ছিষ্টি কর-লন সাঁই
শুনি মানবের উত্তম কিছুই নাই
-দব -দবতাগণ ক-র আরাধন
জন্ম নি-ত মান-ব।''[১৩]

হিন্দু, মুসলিম, সাধু-সন্ত নির্বি-শ-ষ সকল মানুষ হল ঈশ্ব-রর সৃষ্টি এই জনমত প্রতিষ্ঠা করাই ছিল বাউল-দর মূল বক্তব্য। তাঁরা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন শাস্ত্রের চেয়ে সত্য বড়। বিধানের চেয়ে বড় মানুষ। লালন সাহ, দুদ্দু শাহ, পাগলা কানাই, পাঞ্জু শাহ, হাসান রাজা প্রমূখ বাউল জীবন অনুসরন করে মানুষ সক-লর উ-র্ধ্ব স্থান দি-ল সমা-জ হিংসা-বি-দ্বষ, হানাহানি ক-ম যা-ব একথা বলাই যায়।

বাউল কতকগুলি তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তত্ত্বগুলি হল- **রূপ-স্বরূপতত্ত্ব**, **মানুষতত্ত্ব , গুরুতত্ত্ব , রসতত্ত্ব** প্রভৃতি। এখন সংক্ষেপে এই তত্ত্বগুলি আলোচনা করব।

রূপ-স্বরূপতত্ত্ব: রূপ বল-ত আমরা একটা আকার-ক বুঝি, স্বরূপ হল যা রূপ-ক আশ্রয় ক-র থা-ক এবং রূ-পর অভ্যন্ত-র যার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তা-ক আমরা স্বরূপ বলি। বাউলরা সারাজীবন ধ-র রূপ -থ-ক স্বরূ-প উত্তীর্ণ হওয়ার আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন থাকেন। মানব--দহ-ক আশ্রয় ক-র সাধন-ভজন ক-র তাঁ-ক অর্থাৎ স্বরূপ-ক উপলব্ধি করাই চরম লক্ষ্য। দেহের মধ্যে তারা ব্রহ্মাণ্ডকে কল্পনা করে। তারা প্রাকৃত দেহকে অপ্রাকৃতে রুপান্তরিত করে দেহের মধ্যেই পরমতত্তকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে।

বাউল গ-বষক উ-পন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সুন্দর ভা-ব রূপ-স্বরূ-পর তাৎপর্য বর্ননা ক-র-ছন। তিনি বল-ছন - জগ-তর পুরুষ ও নারীর -য 'রূপ', তাহা তাহা-দর বাহি-রর 'রূপ'। এই 'রূপ'বা বিশিষ্ট আকৃতি-ক অবলম্বন করিয়া তাহার অভ্যন্ত-র -য উহার একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অস্তিত্ব, তাহাই 'স্বরূপ'। এই দৃশ্যমান, স্থূল, প্রাকৃত 'রূপ'-এ পুরুষ, কিন্তু 'স্বরূপ'-এ কৃষ্ণ, আবার প্র-ত্যক নারী 'রূপ'-এ নারী, কিন্তু 'স্বরূপ'-এ রাধা। নর-নারী যখন রূ-পর ম-ধ্য দিয়া তাহা-দর স্বরূপ উপলব্ধি করি-ব, তখন স্বরূ-প প্রতিষ্ঠিত নর-নারীর মিলন হই-ব রাধা-কৃ-ষ্ণর নিত্য

-প্রম-লীলা, ম-র্ত্যর প্রাকৃত -প্রম-মিলন হই-ব নিত্য, বৃন্দাব-ন রাধা-কৃ-ষ্ণর সহজ-লীলা। তিনি চন্ডীদা-সর একটি পদ উ-ল্লখ ক-র ব-ল-ছন--

ছাড়ি জপ তপ সাধহ আ-রাপ
একতা করিয়া ম-ন।
স্বরূ-প আ-রাপ যার রসিক নগর তার
প্রাপ্তি হ-ব মদন-মাহন।[১৪]

রূপ-ক আশ্রয় ক-র স্বরূ-পর সাধনাই বাউল ও বৈষ্ণব-সহজিয়া-দর সাধনা।

গুরুতত্ত্ব : যে সব ধর্মে জ্ঞান বা দর্শন অপেক্ষা কর্মের প্রাধান্য বেশি, সেই সব ধর্মে গুরুর প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যায়। বাউল, সহজিয়া সাধনা গুরুমুখী সাধনা। বাউল সাধনা পদ্ধতি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ নেই, তাই গুরু বা মুরশি-দর কাছ -থ-ক শিক্ষা নিতে হয়। বাউলরা গুরুকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়। গুরুকে বাউলরা দুই রূপে দেখে।এক, মানব-গুরু-রূপে এবং দুই, পরমতত্ত-রু-প। বাউল গা-ন দুই রূ-পরই সন্ধান -ম-ল। মানব-গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা না থাক-ল পরম-গুরুর অনুগ্রহ লাভ করা যায় না। গুরু বা মুরশিদ-ই তা-দর শিষ্য-দর-ক সঠিক সাধন প-থ পরিচালিত ক-রন। লালন ফকি-রর একটি গা-ন -সই সন্ধানই পাই-

''মুরশিদ বি-ন কি ধন আর আ-ছ -র এ জগ-ত।
মুরশি-দর চরণ- সুধা
পান করি-ল হ-র ক্ষুধা;
-কা-রা না -দ-ল দ্বিধা,
-য হি মুরশিদ -স হি -খাদা।
-বাঝ 'অলিয়ম মর-শদা'
আ-য়ত -লখা -কারা-ন-ত।।

আপনি -খাদা আপনি নবি,
আপনি -সই আদম ছবি,
অনন্তরূপ ক-র ধারণ;
-ক -বা-ঝ তার নিরাকরণ,
নিরাকার হাকিম নির ন,
মুরশিদ-রূ-প ভজন-প-থ।।''[১৫]

মানুষতত্ত্ব : 'মানুষতত্ত্ব' হল বাউলদের সাধনতত্ত্বের প্রধান লক্ষ্য। মানুষের মধ্যে অবস্থিত আত্মা বা পরম সত্তাকে বাউলরা 'ম-নর মানুষ' ব-ল অভিহিত ক-রন। এই ম-নর মানুষ-ক তারা কখন মানুষ, অধর মানুষ, সহজ মানুষ, আ-লখ মানুষ, -সানার মানুষ প্রভৃতি নানা না-ম অভিহিত ক-রন। এই ম-নর মানুষ বিভিন্ন রূ-প, বিভিন্ন অবস্থায় মানু-ষর -দ-হ অবস্থান ক-র। লাল-নর একটি গা-ন -সই ভাব ফু-ট উ-ঠ-ছ-

এই মানুষ -সই মানুষ আ-ছ।
কত মুনিঋষি চারযুগ ধ'-র -বড়া-চ্ছ খুঁ-জ।।
জ-ল -যমন চাঁদ -দখা যায়
ধর-ত -গ-ল হা-ত হাত -ক পায়,
-তমনি -স থা-ক সদায়
আ-ল-ক ব'-স।।[১৬]

এই ম-নর মানুষ-ক বাউলরা সারাজীবন ধ-র খুঁ-জ -বড়া-চ্ছ।

রসতত্ত্ব : বাউল সাধনা হল রসের সাধনা, জ্ঞানের বা কৃচ্ছের সাধনা নয়। এই জন্য বাউলরা নিজেদের অনুরাগী ব-ল পরিচয় -দয়। বাউলরা রস উপলব্ধির মাধ্য-মই জীব-নর স্বার্থকতা খুঁ-জ -বড়ায়। একটি বাউল গা-ন -সই ভাব লক্ষ্য করি -

'অনুরাগ লই-ল কি সাধন হয়
ভজন সাধন মু-খর কর্ম,
ঐ -দখ তার সাক্ষী চাতক -হ,
অন্য বারি খায় না -স।
আবার
মরি রা-গ অনুরা-গর বাতি
জ্বাল-গ নিজ ঘ-র,
-কান্ ধা-ম-ত আ-ছ মানুষ
চি-ন -নও -গ তা-র।'[১৭]

তথ্যসূত্র :

১। মানবধর্ম ও বাংলা কা-ব্য মধ্যযুগ, অরবিন্দ পোদ্দার, পৃ- ১৮৪
২। বাউল লালন রবীন্দ্রনাথ, শ্রী সনৎ কুমার মিত্র (সম্পাদিত) পৃষ্ঠা- এক
৩। অন্ত্যলীলা, পৃষ্ঠা- ১৯, বাংলার বাউল ও বাউল গান, উ-পন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা- ৪০ -থ-ক উদ্ধৃত।
৪। বাংলার বাউল ও বাউল গান, উ-পন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা-২৯০
৫। বাংলার বাউল, ডঃ আবদুল ওয়াহাব, পৃ- ১১১
৬। ঐ, পৃ- ১২৫
৭। বাউল জীবনের সমাজতত্ত্ব, বিকাশ চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা-০৫
৮। বাংলার বাউল ও বাউল গান, উ-পন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা- ৮২-৮৩
৯। বাঙালির দর্শন : প্রাচীনকাল ও সমকাল, ডঃ আমিনুল ইসলাম, পৃ-২৮
১০।বাংলার বাউল ও বাউল গান, উ-পন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা-৫৯৯
১১। গীতাঞ্জলী, ১২০সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিশ্বভারতী, ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-৮০।
১২। বাঙলার বাউল, সুফি সাধনা ও সংগীত, ডঃ আবদুল ওয়াহাব, পৃ- ১৩৬
১৩। বাংলার বাউল ও বাউল গান, উ-পন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা-৫৪৭
১৪। ঐ, পৃষ্ঠা-৩৬০-৬১
১৫। ঐ, পৃষ্ঠা-৫৮৬-৮৭
১৬। ঐ,পৃষ্ঠা- ৫৭৬-৭৭
১৭। বাউল লালন রবীন্দ্রনাথ, শ্রী সনৎ কুমার মিত্র, পৃষ্ঠা-২৮

ঋণস্বীকার :

১। ইসলাম, ডঃ আমিনুল, বাঙালীর দর্শন-প্রাচীনকাল -থ-ক সমকাল, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, বাংলা-দশ, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৪।
২। ওয়াহাব, ডঃ আবদুল, বাংলার বাউল সুফি সাধনা ও সংগীত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, বাংলা-দশ, প্রথম প্রকাশ-২০১১।
৩। চক্রবর্তী, বিকাশ, বাউল জীবনের সমাজতত্ত্ব, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২০০৩।

৪। চক্রবর্তী, সুধীর, সম্পাদিত, বাংলার বাউল ফকির, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০০৯।

৫। নিয়গী, -গীতম, রবীন্দ্রনাথ ও মানু-ষর ধর্ম, অভিযান পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ-১৪২০।

৬। পোদ্দার, অরবিন্দ, মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ - ১৯৯৯।

৭। ভট্টাচার্য, উ-পন্দ্রনাথ বাংলার বাউল ও বাউল গান, ওরি-য়ন্ট বুক -কাম্পানি, চতুর্থ সংস্করণ-১৪২২

৮। মুখোপাধ্যায়, ডঃ কাঞ্চনকুন্তলা, রবীন্দ্রনাথের 'আমি', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২০১০।

৯। রায়, মণি, মানব ধর্ম, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২০০৫।

১০।রায়, অন্নদাশঙ্কর, লালন ফকির ও তাঁর গান, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ-১৪১৮।

১১। Das, Baul Samrat Purna & Thielemann, Selina, Baul Philosophy, A.P.H. Publishing Corporation, New Delhi, 2003.